বাসদের কেন্দ্রীয় বর্ধিত পাঠচক্রের সভা অনুষ্ঠিত

বুর্জোয়া শক্তির বিপরীতে বাম বিকল্প গড়ে তুলতে সর্বাত্মক সংগ্রামের সিদ্ধান্ত

।। ভ্যানগার্ড প্রতিবেদক ।।

গ্যাস সংকট নিরসন, বিদেশী কোম্পানির সাথে সম্পাদিত অসম চুক্তি বাতিল করে ১২টি গ্যাস ক্ষেত্র থেকে বাপেক্স এর মাধ্যমে গ্যাস উত্তোলন, গ্যাস রপ্তানির চক্রান্ত প্রতিহত করা, তেল-গ্যাস-কয়লা-বিদ্যুৎ-বন্দরসহ জাতীয় সম্পদ সম্পদ রক্ষা, সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন-লুণ্ঠন প্রতিরোধ এবং চাল-ডালসহ দ্রব্যমূল্য কমানোর দাবি জানানো হয় বাসদ কেন্দ্রীয় বর্ধিত পাঠচক্রের সভা থেকে।

গত ৫ এবং ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১০ বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর কেন্দ্রীয় বর্ধিত পাঠচক্রের সভা তাজুল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। পার্টি সাধারণ সম্পাদক কমরেড খালেকুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় গত ৩০-৩১ ডিসেম্বর ২০০৯ অনুষ্ঠিত দলের কেন্দ্রীয় কনভেনশনের মূল্যায়ন, বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও করণীয় সম্পর্কে আলোচনা হয়।

সভায় বক্তব্য রাখেন পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী, আবদুল্লাহ সরকার, শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী, বজলুর রশীদ ফিরোজ, জাহেদুল হক মিলু, রাজেকুজ্জামান রতন ও সাইফুর রহমান তপন। এ ছাড়াও ৩৩টি জেলার পক্ষ থেকে কনভেনশনের মূল্যায়ন, সাংগঠনিক-রাজনৈতিক প্রতিবেদন এবং করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ-সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন পেশ করা হয়।

সভায় এক প্রস্তাবে দেশে তীব্র গ্যাস সংকটে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। এবং অবিলম্বে বিদেশী কোম্পানির সাথে সম্পাদিত জাতীয় স্বার্থবিরোধী অসম পিএসসি চুক্তি বাতিল করে দেশী প্রতিষ্ঠান বাপেক্স এর মাধ্যমে গ্যাস উত্তোলনের উদ্যোগ গ্রহণের দাবি জানানো হয় এবং তেল-গ্যাস-কয়লা-বিদ্যুৎ-বন্দরসহ জাতীয় সম্পদ রক্ষা সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন-লুণ্ঠন প্রতিরোধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়। এ লক্ষ্যে সভা থেকে গ্যাস সংকট নিরসন, রপ্তানিমুখী পিএসসি বাতিল, দেশীয় প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করা ও বাপেক্স এর মাধ্যমে গ্যাস উত্তোলনের দাবী ও সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন-লুণ্ঠনের প্রতিবাদে ৯ থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সারা দেশে গণসংযোগ-প্রচার ও স্বাক্ষর সংগ্রহ সপ্তাহ ঘোষণা করা হয়। এ সপ্তাহে সারা দেশের বিভিন্ন জেলায় উপজেলায়, পাড়া মহল্লা-শিক্ষপ্রতিষ্ঠানে, শিল্পাঞ্চলে পার্টির পক্ষ থেকে স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান পরিচালিত হবে। উল্লেখ্য, তেল-গ্যাস খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি গত ২৪ অক্টোবর ২০০৯ জাতীয় কনভেনশন থেকে স্বাক্ষর সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন দল-সংগঠন-ব্যক্তির প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। ঐ আহ্বানে সাড়া দিয়েই বাসদ এর পক্ষ থেকে স্বাক্ষর সংগ্রহ চলছে এবং তাকে আরো অধিক কার্যকর করতেই ৯ থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি স্বাক্ষর সপ্তাহ ঘোষণা করা হয়েছে।

সভার অপর প্রস্তাবে চাল-ডাল-তেল-নুনসহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় এবং দ্রব্যমূল্য সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতায় রাখার জন্য সরকারের প্রতি দাবি জানানো হয়। একই সাথে মূল্যবৃদ্ধির জন্য দায়ী মুনাফালোভী সিণ্ডিকেট ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়। সভায় বৈষম্যমূলক পে-কমিশন বাতিল এবং অবিলম্বে মজুরী কমিশন ঘোষণা, শ্রমিকদের ন্যূনমত মজুরি ৭০০০ টাকা ঘোষণা ও আইন করে বাস্তবায়নের দাবি জানানো হয়। সভার প্রস্তাবে পঞ্চম সংশোধনী অবৈধ ঘোষণা করে দেয়া হাইকোর্ট বিভাগের রায়কে আপিল বিভাগ বহাল রাখার সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্তকে অনুসরণ করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও গণআকাঙ্ক্ষা যথা সমাজতান্ত্রিক সেক্যুলার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সংবিধানের ২য়, ৪র্থ সংশোধনীর অবশেষ ৭ম ও ৮ম সংশোধনী সম্পূর্ণভাবে বাতিল করার দাবি জানানো হয়। '৭২ এর সংবিধানে অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান ও কাজ এই মৌলিক অধিকারসমূহকে মৌলিক অধিকার চ্যাপ্টারে অন্তর্ভুক্ত করে নারী-পুরুষের উত্তরাধিকার আইনে সমানাধিকার ও আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতিসহ সংশোধনী আনার দাবি জানানো হয়।

সভার প্রস্তাবে বলা হয়, সকল রাজনৈতিক হত্যাকণ্ডের বিচার দেবাসীর কাম্য। শেখ মুজিব হত্যার বিচারের রায় কার্যকর হয়েছে। এখন জেলহত্যা, কর্ণেল তাহের, সিরাজ সিকদার, সিদ্দিক মাস্টার, জিয়াউর রহমান, মঞ্জুর, মোফাখ্খার চৌধুরী, এ এস এম কিবরিয়া, আহসানউল্লাহ মাস্টার, ডা. টুটুলসহ ৩৫ হাজার রাজনৈতিক কর্মী এবং সকল রাজনৈতিক হত্যার বিচারপ্রক্রিয়া শুরুর দাবি জানানো হয়।

সভার অপর এক প্রস্তাবে অবিলম্বে ইতিহাসের বর্বরতম গণহত্যাকারী ৭১-এর যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়া শুরুর জন্য সরকারের প্রতি দাবি জানানো হয়। ’৭১ এর গণহত্যার রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী, স্বাধীনতাবিরোধী রাজাকার-আলবদর বাহিনীতে অংশগ্রহণকারী শীর্ষস্থানীয় পরিচালনাকারী ও স্বহস্তে হত্যাকারী যুদ্ধাপরাধীদের তালিকা প্রকাশ করে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বিচারের দাবি জানানো হয়।

সভার প্রস্তাবে বলা হয়, মার্কিন-ভারতসহ যেকোনো সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের সাথে জাতীয় স্বার্থবিরোধী কোন চুক্তি দেশবাসী মেনে নেবে না। ভারতের সাথে বাংলাদেশের বিরাজমান বিরোধ ৫৪টি অভিন্ন নদীর পানি ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিত, ছিটমহল সমস্যা সমাধান, বেরুবাড়ীর বিনিময়ে তিনবিঘা করিডোর বিনিময় চুক্তির বাস্তবায়ন, বাংলাদেশের ভূখণ্ডে দক্ষিণ তালপট্টি বাংলাদেশের মালিকানা নিশ্চিত, সীমান্ত সমস্যার সমাধান, বাণিজ্য ঘাটতি দূর করা, সীমান্তে মানুষ হত্যা, সিটমহল বিনিময়সহ সকল সমস্যার প্যাকেজ সমাধান দাবি করা হয়।

সভায় শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, নারী, সংস্কৃতি কর্মীদের ন্যায়সঙ্গত দাবিতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা হয়। দেশে বিরাজমান সংকটের জন্য দায়ী পুঁজিবাদী আর্থসামাজিক ব্যবস্থা এবং বুর্জোয়া শাসন সংকট। জনগণের সার্বিক মুক্তি শোষণ মুক্তির লক্ষ্যে বুর্জোয়া বিকল্প বুর্জোয়া নয়, বুর্জোয়া শক্তির বিপরীতে বাম বিকল্প গড়ে তোলার জন্য পার্টি সর্বাত্মক সংগ্রামের সিদ্ধান্ত নেয়।